بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর দানশীলতা ও উদারতার কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩রা জুলাই, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহানুভবতা এবং দানশীলতার আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করব।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ছিল এক অগাধ সমুদ্রের ন্যায় এবং তাঁর হাত ছিল মুক্তঝরা মেঘের ন্যায় বর্ষণমুখর যা চারপাশকে সিক্ত করে চলত আর রমযান মাসে এই ধারা অনেক বৃদ্ধি পেত।**

আব্দুল গাফফার কাশ্মীরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন তার বিয়ে হয় তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে দুটি মূল্যবান অলংকার প্রদান করেছিলেন। এটি তাঁর আর্বিভাব বা নবুয়্যতের দাবির পূর্বের কথা, যখন তিনি নিভৃতে জীবন যাপন করছিলেন।

বশীর ভাট্টি সাহেবের মাতা বর্ণনা করেন, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.)-র বিয়ের অনুষ্ঠানে একজন গায়িকা মহিলা ঢোল নিয়ে আসে এবং তা বাজাতে শুরু করে। হুযূর (আ.) এটি দেখে বলেন, তাকে বলো যেন সে এটি না বাজায় এবং যা কিছু চায়, তাকে তা দিয়ে দাও। ফলে তাকে চার-পাঁচ রুপি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সে বলতে আরম্ভ করে, শীতকাল এসে গেছে এবং তার শীত লাগছে; তাই তিনি (আ.) তাকে একটি লেপও দিয়ে দিতে বলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বাগ্রে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো বিশেষ পোশাকের প্রতি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোনো শখ বা আগ্রহ ছিল না। জীবনের শেষ দিনগুলোর কয়েক বছর তাঁর কাছে অনেক তৈরি পোশাক আসত, বিশেষ করে কোট ইত্যাদি। পাগড়ি অধিকাংশ সময় তিনি নিজেই কিনে এনে বাঁধতেন। যেভাবে কাপড় তৈরি করা হতো, ঠিক সেভাবেই তা খরচও হয়ে যেত অর্থাৎ তাবাররুক হিসেবে যারা চাইতেন, তাদেরকে তা দিয়ে দেওয়া হতো।

হযরত মীর মেহেদী হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব (রা.)

আমার কাছে 'চশমায়ে মসীহী' বইয়ের একটি কপি চেয়েছিলেন। আমি উত্তরে বলি, হুযূর (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন যেন অফিসে নির্দিষ্ট সংখ্যক কপি মজুদ থাকে, কারণ কখনো কখনো সরকার তা তলব করে থাকে। এখন আর কোনো অতিরিক্ত কপি নেই। আপনি হযরত সাহেব (আ.)-এর সমীপে লিখে চাইতে পারেন। এরপর তিনি হযরত সাহেবকে লেখেন আর তিনি (আ.) তাকে একটি কপি প্রদান করেন।

হযরত মুন্সী যাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.)-এর কাছে কস্তুরী থাকত। একবার আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমার কস্তুরী প্রয়োজন। তিনি তখন (কস্তুরীর) কৌটাটি আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এখান থেকে যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে নিন। আমি তা থেকে সামান্য একটু নিই। তখন তিনি মুচকি হেসে বলেন, এ তো খুবই সামান্য। এরপর তিনি নিজেই প্রায় এক থেকে দেড় তোলা কস্তুরী আমাকে দান করেন।

তাঁর হৃদয়ে তাঁর বন্ধুদের জন্য কতটা দরদ ও ব্যাকুলতা ছিল এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং এর সপ্তম দিনে মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে তার খিঁচুনি রোগ-এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। আমি মাগরিবের পর হুযূর (আ.)-এর কাছে ছুটে যাই। তিনি বলেন, এটি তো অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগের পূর্বাভাস। তুমি তোমার স্ত্রীকে হিং দাও এবং এক-দেড় ঘণ্টা পর আমাকে অবগত করো। আমি এশার পর আবার যাই এবং নিবেদন করি যে, রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি একটির পর আরেকটি ওষুধ প্রস্তাব করতে থাকেন এবং তা যথারীতি সেবনও করানো হতে থাকে, তথাপি রোগ বাড়তেই থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে রোগীর প্রচণ্ড বমি হয় যা এই রোগের চরম অবস্থা। এরপর তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, ঘাড় পেছনের দিকে বেঁকে যায়, চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে এবং বাকশক্তি লোপ পায়। আমি দৌড়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি, আমার কণ্ঠস্বর শুনে তিনি দরজা খোলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার, সব ঠিক আছে তো? আমি বললাম, এখন অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ শুনে বলেন, পার্থিব যত অস্ত্র (তথা চিকিৎসা ও উপায়) ছিল, তা আমরা ব্যবহার করেছি। এখন একটি অস্ত্রই বাকী আছে আর তা হলো দোয়া। তুমি যাও! এখন আমি দোয়া থেকে তখনই মাথা তুলব, যখন সে আরোগ্য লাভ করবে। আমি এ কথা শুনে বাড়ি ফিরে আসি এবং স্ত্রীকে বলি, এখন তোমার আর চিন্তা কী? এখন তো দায়িত্ব গ্রহণকারী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। সে সময় রাত দুটো বেজে গিয়েছিল, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে কোনো পাত্রের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙে, তখন দেখি, আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সে বলে, আপনি ঘুমিয়ে পড়ার দু'ঘণ্টা পরই আল্লাহ্‌তা'লা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এ ঘটনা থেকে বন্ধুদের প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্নেহ ও বদান্যতা উভয়টিরই সর্বোচ্চ মান প্রকাশ পায়।

একবার কাদিয়ানের এক চরম আহমদী বিরোধী ব্যক্তির কোনো আত্মীয়ের জন্য কস্তুরীর প্রয়োজন হয়। অন্য কোনো জায়গা থেকে যে কেবল কস্তুরি পাওয়া যাচ্ছিল না তা-ই নয়, বরং এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি বস্তুও ছিল যা সরবরাহ করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। তাই সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বারে উপস্থিত হয়ে কস্তুরি যাচনা করে। চরম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে বের হয়ে আসেন এবং তাকে বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করিয়ে তার নিবেদন শোনামাত্রই তিনি ভেতরে চলে যান এবং তদনুযায়ী তিনি প্রায় অর্ধেক তোলা পরিমাণ কস্তুরি এনে তার হাতে তুলে দেন।

যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী ও জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি ওষুধ তৈরি করা শুরু করেন। হুযূর (আই.) এর নাম রেখেছিলেন **তরইয়াকে এলাহী**। এই ওষুধে কয়েক হাজার টাকার রত্ন ও বহু মূল্যবান ওষুধ মেশানো হয়েছিল। যখন এই ওষুধ তৈরি হয়ে যায়, তখন হুযূর (আ.)

অত্যন্ত উদারতার সাথে তা বিতরণ করেন কিন্তু কারো কাছ থেকে একটি পয়সাও নেন নি। বরং যারা বাইরে থেকে অর্ডার করতো, তাদের কাছে রেজিস্টার্ড পার্সেলও নিজ খরচে পাঠাতেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) তাঁর চিঠিতে হুযূর (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, গর্ভধারণজনিত কারণে বাড়িতে এমন অবস্থা চলছে যে, খাবার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না; রুটি তো তন্দুর থেকে বানিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু তরকারি রান্না করতে সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি অনুরোধ করেন যেন লঙ্গরখানা থেকে তরকারির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তখন তিনি (আ.) লঙ্গরখানার ইনচার্জকে নির্দেশনা দেন যে, মুফতী সাহেবকে যেন লঙ্গরখানা থেকে দুই বেলার জন্য উন্নত মানের তরকারি দিয়ে দেওয়া হয়।

একবার গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদলকে নসীবীন পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের প্রস্তুতির জন্য তিনি (আ.) প্রত্যেককে পঞ্চাশ রূপি করে প্রদান করেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে এই প্রতিনিধিদলের আর যাওয়া হয়নি। যখন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য সেই পঞ্চাশ রুপি ফেরত দিতে চান তখন তিনি (আ.) বলেন, আমি যখন কাউকে কিছু দিই তা আর ফেরত নিই না।

একবার লঙ্গরখানার জন্য খরচের অর্থ শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি (আ.) বলেন, হযরত আম্মাজানের কাছ থেকে কোনো অলংকার নিয়ে যা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ হতে পারে তা বিক্রি করে ব্যবস্থা করে নাও। দু'দিন পর আবারও খরচ শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি (আ.) বলেন, আমরা বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, এখন আমাদের আর প্রয়োজন নেই। যাঁর অতিথি, তিনি নিজেই ব্যবস্থা করে দেবেন। এর পরদিন সকাল আটটা-নয়টার দিকে যখন ডাক পিয়ন আসে, তখন তার হাতে প্রায় দশ-পনেরোটি মানি অর্ডার ছিল, যেগুলোর কোনো কোনোটি একশ' আবার কোনোটি পঞ্চাশ রুপির ছিল এবং বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছিল। তিনি সেই মানি অর্ডারগুলো গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন।

একবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি (আ.) নির্দেশ দেন যেন লঙ্গরখানায় আটা খামির হতে থাকে এবং রুটি প্রস্তুত থাকে। রুটি যাচনাকারীকে যেন রুটি দেওয়া হয় এবং কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত সেবক শেখ হামেদ আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি (আ.) আমার কাছে কখনো কোনো হিসাব চাননি এবং কখনো আমার ওপর অসন্তুষ্টও হননি।

হযরত শেখ আহমদ দ্বীন সাহেব (রা.)-কে একবার তিনি কোনো কাজে অমৃতসরে পাঠিয়েছিলেন এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন পরের দিন তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি পরের দিন দেরিতে ফেরত আসি, ততক্ষণে তিনি আমার চিন্তায় তাঁর সেবক মিয়াঁ করমদাদ সাহেবকে আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন হুযূর (আ.)- এর সমীপে উপস্থিত হই, তখন সবার আগে তিনি বলেন, আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো? তাঁর এভাবে খোঁজখবর নেওয়ায় আমার মন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে যায়। আমি যখন হিসাব দিতে চাইলাম তখন তিনি বলেন, আমার আর আপনার মাঝে কিসের হিসাব! এই টাকাগুলো আপনি আপনার প্রয়োজনে খরচ করবেন।

হযরত হেকীম মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.) একবার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। যখন তিনি সেই ঋণের অর্থ ফেরত পাঠান, তখন তিনি (আ.) এটি খুবই অপছন্দ করেন এবং বলেন, আপনি কি আমাদের টাকাকে আপনার টাকা থেকে আলাদা মনে করেন?

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী লিপিবদ্ধ করেন যে, হযরত আকদস (আ.) যখন থেকে তাঁর ঐশী আগমনের ঘোষণা দিলেন এবং মানুষের মনে এই বিষয়েও জ্ঞান লাভ হলো যে-আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে

সুসংবাদ দিয়েছেন যে, 'বাদশাহ তোমার পোশাক থেকে বরকত অনুসন্ধান করবে', তখন থেকে সাধারণ মানুষ সবসময় তাঁর কাছে পোশাকের আবদার করতে শুরু করে। আর তিনি কখনো কাউকে নিরাশ করতেন না বা ফিরিয়ে দিতেন না। এমনকি কিছু কিছু সময়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো যে, তাঁর পবিত্র পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া শরীরের বাকি সব পোশাকই অন্যকে দান করে দেওয়া হতো।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাসভবনে কোনো এক গরীব মহিলা কিছু চাল চুরি করল। লোকজন তা দেখে ফেলল এবং চারদিকে হইচই শুরু হয়ে গেল। হুযূর (আ.) সেই মুহূর্তে নিজের কক্ষে কাজ করছিলেন; শোরগোল শুনে বাইরে আসলেন এবং এই দৃশ্য দেখলেন যে-এক অসহায় ও জীর্ণশীর্ণ গরীব নারী দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে সামান্য কিছু চালের একটি পুঁটলি রয়েছে। তিনি (আ.) যখন ঘটনার সত্যতা জানতে পারলেন এবং সেই গরীব নারীর করুণ অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁর হৃদয় গলে গেল। তিনি বললেন: একে ক্ষুধার্ত এবং চরম অভাবী বলে মনে হচ্ছে; একে আরও কিছু চাল দিয়ে বিদায় করে দাও এবং আল্লাহ্‌র সাত্তারী (অর্থাৎ দোষ গোপন করার) নীতি অবলম্বন করো।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনাটি বর্ণনা করে লেখেন যে, এই ঘটনার ওপর কোনো অবিবেচক ব্যক্তি বলতে পারে-এই বিষয়টি তো চুরির ওপর সাহস জোগানোর শামিল, অথবা একজন চোরকে আপনি আরও দুঃসাহসী বানিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বোঝেন যে-যেহেতু সম্পদটি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজস্ব ছিল এবং তা গ্রহণকারী নারীটি ছিল ক্ষুধার্ত ও ক্ষুধায় মরোমরো এক চরম কাঙ্গাল, তাই এটি চুরিতে সহায়তা করা নয়, বরং প্রকৃত অর্থে 'ইতআমুল মিসকীন' বা মিসকীনকে অন্নদানের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত রয়েছে যে, আঁহযরত (স.)-ও এমন পরিস্থিতিতে-যখন কোনো চুরিকারী অত্যন্ত গরীব হতো এবং তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় কোনো খাবার জিনিস তুলে নিত, তখন তাকে চোর গণ্য করতেন না; বরং চোখ বন্ধ করে রাখার (ক্ষমা ও উদাসীনতার) নীতি অবলম্বন করতেন। এই হলো নিজের প্রভুর (আঁহযরত সা.-এর) পূর্ণ অনুসরণের অনন্য দৃষ্টান্ত।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আবদিকাল মাসীহিল মাওউদি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

3 July 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in